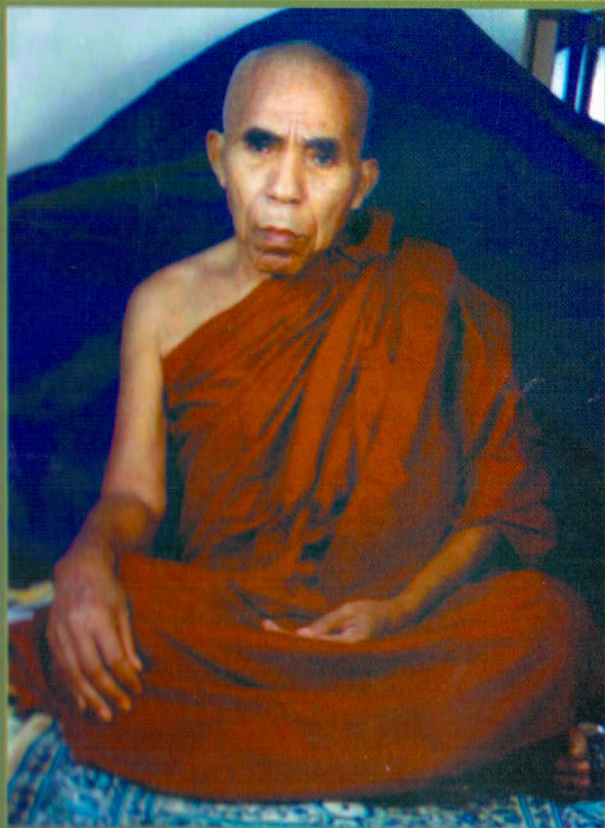


মাহামানব বদাভঙ্কে



নলিনী কুমার চাকমা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটো সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

☆ প্রকাশনায়

সুবিমল চাকমা

ও

লাভলী চাকমা

☆ প্রকাশকাল

১ম সংস্করণ ১৯৯৯ ইং (১০০০ কপি)

২য় সংস্করণ ২০০৫ ইং (১০০০ কপি)

☆ প্রচ্ছদ

লেখক

☆ কম্পিউটার কম্পোজ

ফদাংতাং কম্পিউটার

৬৪২/এ, গাউছিয়া মার্কেট,

বনরূপা, রাজ্জামাটি ।

☆ মুদ্রণে

সীবলী অফসেট প্রেস

কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাজ্জামাটি ।

ফোন : ৬১৮৮২

নিবেদন

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মনিষীর ব্যক্তি পরিচিতির নিমিত্ত এ যাবত পরম পূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির প্রকাশ বনভন্তের জীবনী সম্বলিত এই ক্ষুদ্রে বই ছাড়া অন্যকোন বই প্রকাশিত না হওয়ার কারণে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের হাতে অর্পন করার জন্যে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার নিরিখে শ্রদ্ধাভাজন **ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির** ও সংঘসার স্থবির এর কারুণিক নির্দেশে দ্বিতীয় সংস্করনের পদক্ষেপ নেয়া হল। এ সংস্করণের জন্য আমাদের আমেরিকা প্রবাসী স্নেহের জামাতা সুবিমল চাকমা ও কন্যা লাভলী চাকমা প্রকাশনার সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যয়ভার বহন করায় কুশল পূন্য অর্জনের সুযোগ গ্রহণ করেছে।

পরিশেষে আমি ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

“সবের সত্ত্বা সুখিতা ভবন্তু”

“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।”

নলিনী কুমার চাকমা
টিএন্ডটি পাড়া, রাঙ্গামাটি
২২ মে’ ২০০৫ খ্রী:
বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৪৮ বুদ্ধাব্দ।

আশীষ বাণী

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, জগতে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের জন্ম অতীব দুর্লভ। তাঁরা যখন তখন, যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, মানব সমাজে এমন অনেক মহিষীর, ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তির জন্ম যাঁদের পরিচয় দেশ-কাল-জাতির গভীরতর পরিচিতি ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বের মানবেতিহাসে অনন্য মহাপুরুষরূপে প্রকাশিত হন। মানবেতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে থাকে যুগ যুগান্তর ধরে চির অম্লানরূপে। বৃহত্তর পার্বত্য জেলা তথা বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে উদিত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, পরম গর্ব ও গৌরবের প্রতীক, মৌলিক বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বজাধারী, মহানত্যাগী, শ্রাবকবুদ্ধ, দেব মনুষ্যের পূজনীয় শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও তেমনি একজন কালজয়ী ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

পূজ্য বনভন্তে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জ্ঞানের আলোক বর্তিকা নয়, তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের প্রতিনিধি-আলোক বর্তিকা। সারা বিশ্বে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান গরিমা, অসীম গুণ, পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে; বিশ্বব্যাপী তাঁর স্বীকৃতি। জগত দুর্লভ এ মহাপুরুষকে জানার আগ্রহ

সবার মনে। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুগণের জানার আগ্রহের যেন কোন শেষ নেই। কাজেই, পূজ্য বনভন্তের জীবনী পুস্তকাকারে বের করার প্রয়োজনীয়তা যে অনস্বীকার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূজ্য বনভন্তের একনিষ্ট উপাসক বাবু নলিনী কুমার চাকমা ‘মহামানব বনভন্তে’ নামক বনভন্তের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে সেই প্রয়োজনীয়তা কিছুটা হলেও মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। যেন প্রচণ্ড খরার মাঝে এক পসলা বৃষ্টি। এ কাজের মাধ্যমে নলিনী বাবু কেবল বৌদ্ধদের নয়, সকল মহলের নিকটই সাধুবাদার্ত হলেন।

বনভন্তের মতো মহাপুরুষের জীবনী লেখা সহজ নয়। কারণ তাঁর তো আপন জীবন কথা নিজের মুখে কিছু বলেন না। তাই কোন লেখকের পক্ষে তাঁদের জীবনীর আনুক্রমিক ঘটনা, নিখুঁত ছবিটি তুলে ধরা সত্যিই কঠিন কাজ। তজ্জন্য মহাপুরুষের লিখিত জীবনী পূর্নাঙ্গ হওয়া এক প্রকার অসম্ভবই বলা চলে। তারপরও নলিনী বাবু সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন পূজ্য ভন্তের জীবন বৃত্তান্তের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করতে। ভন্তের জীবনীর বেশ কয়েকটি বিরল ঘটনার তথ্য ও পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। অনুসন্ধিৎসুগণ এ বইটি পাঠ

করে যথেষ্ট উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। নির্দিধায়
বলা যায়, বইটি পাঠক মহলের নিকট সাদরে গৃহীত
হবে। তবে হ্যাঁ, আমি মনে করি পূজ্য বনভন্তের
জীবনী সম্বন্ধে আরো গবেষণা হওয়া উচিত।
বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন এ মহাপুরুষের জীবন চরিত
যতো আলোচনা-গবেষণা হবে; পুস্তকাকারে রচিত
হবে ততই আমাদের হিত ও মঙ্গল সাধিত হবে।
আমরা এ মহাপুরুষের জীবন, আদর্শকে যতো
আলোচনা করব, গবেষণা করব, ততই আমাদের
জীবনকে সর্বদিক সুমনত ও সমুজ্জ্বল করতে সক্ষম
হবো।

আমি বাবু নলিনী কুমার চাকমার
এমহাপুণ্যজনক শুভ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই
এবং “মহামানব বনভন্তে” এ পুস্তকের বহুল প্রচার
কামনা করি।

ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

কিছু কথা

যাঁ'কে কেন্দ্র করে আজ ৮ই জানুয়ারী' ৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটা করে ৮০ তম জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছি- আমরা ক'জনেই বা তাঁহার পরিচিতি জানি। প্রতিনিয়তই পর্যটকদের কাছে তথা দূর-দূরান্তের শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাদের কাছে তাঁহার পরিচিতি নিয়ে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হ'য়ে থাকি। কিন্তু আসল ঘটনা হ'লো এই যে- আমরা যারা তাঁহার সান্নিধ্যে আছি। আমরাও কি সেসব বিষয়ে কিছু খবর রাখি বা জানি? যে বিষয়ে আমি স্বয়ং কিছু জানি না- সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার বলার কিছু না থাকলে উহাও এক ধরনের ব্যর্থতা তথা বোকামি মনে করে কৌতুহলী মনকে আর চেপে রাখতে পারলাম না। তা'ছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচিতি সর্বস্তরের জনগণের কাছে জ্ঞাতব্য বিষয় বলে অন্ততঃ আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনে করি। তাই, উক্ত বিষয় একান্ত জরুরী হিসেবে গণ্য করে আমার ক্ষুদ্রে মসি শক্তি নিয়ে পরম পূজ্য বনভন্তের পরিচিতি লিখার প্রয়াস পেলাম।

অত্র পরিচিতি লিখার ব্যাপারে আমাকে তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে যাঁহারা সহায়তা প্রদান করেছেন- বিশেষ করে শ্রদ্ধাভাজন বাবু সজ্জিত কুমার চাকমা এবং বাবু ভূপেন্দ্র নাথ চাকমা মহোদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন করছি। কারণ তাঁহাদের কাছ থেকে তথ্যাদি না পেলে আমার একাজে অগ্রসর হওয়াও সম্ভবপর হ'ত না। ইহাছাড়া আমি বাবু যোগেন্দ্র লাল চাকমা কর্তৃক রচিত কীর্তন বহি 'গিরি দর্পণ' থেকেও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি তজ্জন্য তাঁহার কাছেও আমি কৃতার্থ।

এ ক্ষুদ্র বইটি লিখেও যাঁদের সহায়তা প্রদান ছাড়া সাধারণ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না- নিস্প্রাণ দেহের ন্যায় অচল হিসেবে থাকত সেই সব গুণী তথা শুভাকাজীরা হলেন বাবু রবি চন্দ্র চাকমা এবং বাবু সুনীল কুমার কাবরী তাঁহাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

ইহা ছাড়া যাঁর সান্নিধ্যে এসে আমার এ ক্ষুদ্রে সাহস সঞ্চিত হয়েছে সেই সর্বজন পূজ্য, মহামানব বনভন্তের কাছে আমি অনির্বান ঋণী র'লাম।

বুদ্ধকে জানা বা অপরকে জানিয়ে দেয়া অর্থাৎ বুদ্ধ গুণ বর্ণনা করা যেমন বুদ্ধ ব্যতীত সম্ভবপর নয়- তেমনি মহামানব সম্বন্ধে জানা বা অপরকে জ্ঞাত করানো আমার ন্যায় সাধারণ মানবের পক্ষে কল্পনাভীত বিষয়। কেবল চর্মচক্ষে বাহ্যিক আবরণের কিছুটা প্রজ্ঞাপন সম্পাদিত হয়ে যদি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের পরম পূজ্য বন ভন্তের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জানার সুযোগ ঘটে তবে আমার এ ক্ষুদ্রে প্রচেষ্টা স্বার্থক মনে করবো। পরিশেষে আমি ভূল ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

“সবের সত্ত্বা সুখিতা ভবন্তু।”

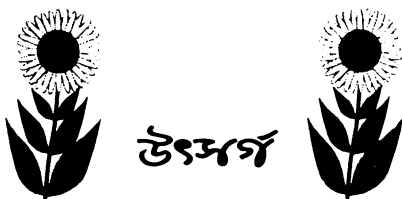
“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।”

তাং- ০৮/০১/৯৯ ইং

রোজঃ শুক্রবার।

বিনীত

নলিনী কুমার চাকমা



চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায় তথা সমগ্র বিশ্ব বৌদ্ধ
সম্প্রদায়ের গৌরব রবি পরম পূজ্য অরহত শ্রাবক
বুদ্ধ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির ওরফে বনভন্তে
যাঁহার সান্নিধ্য লাভে আমার এ ক্ষুদ্রে প্রয়াসের হেতু
উৎপন্ন হয়েছে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে সর্ব আস্রব
ধ্বংসকারী প্রজ্ঞার প্রার্থনায় উৎসর্গিত হল ।

“সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার”
“পরম পূজ্য অরহত শ্রাবক বুদ্ধ বন ভণ্ডেকে নমস্কার।”

মহামানব বনভণ্ডে

সূর্য যেমনটি রাতের অমানিশা ভেদ করে ধরাধামে দিনের সূচনা করে এবং ভর দুপুরের পর পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে আবার অন্ধকারের আবির্ভাব হয়; তেমনটি আজ থেকে প্রায় দু’হাজার পাঁচ শত একচল্লিশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে সর্বজীবের মৈত্রী সূর্য তথাগত ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল এবং তৎ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম শাসন কালেরও বর্তমানে অপরাহ্ন কাল চলছে। কারণ তার প্রবর্তিত ধর্মের আয়ুস্কাল পাঁচ হাজার বছর। তাই স্তিমিত সূর্যের আঁধারে যেভাবে চক্ষুস্মান ব্যক্তি আলোর অনুপস্থিতিতে কিছুই দেখতে পায় না- তদ্রূপই জ্ঞান সূর্যের অবর্তমানে মানব সমাজে নেমে এসেছে শোষণ, নির্যাতন, অনাচার-অবিচার, বর্ণবৈষম্য ভেদ, প্রাণীবলি, যাগযজ্ঞ, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারাদি, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য ইত্যাদি ইত্যাদি যা তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাবকালীন পৃথিবীর পূর্বাবস্থা স্মরণ করে দেয়। মানবতার চরম অবক্ষয়ের এহেন মোহাচ্ছন্ন মানব সমাজে মিথ্যার থাবায় সত্য যেন মুখ খুবড়ে পড়ে আছে। ধর্মের

নামে মানুষ ধর্মের খোলস স্বরূপ অধর্মকে লালন-
 পালন করছে। মানবতা যেন প্রতিনিয়ত ধ্বংসের
 দিকে ধাবমান। কারণ আধুনিক সমাজে জনগন
 ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায়, সত্যকে মিথ্যা,
 মিথ্যাকে সত্য, মন্দকে ভাল, ভালকে মন্দ বলে
 সর্বক্ষেত্রে জাহির করছে। অজ্ঞানতার আঁধারে
 নিপতিত মানব সমাজ কর্ম এবং কর্মফলে বিশ্বাস
 হারিয়েছে; পক্ষান্তরে অকুশল কর্মের ফসল স্বরূপ
 নানান দুঃখ- দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে অন্ধকারের ঘূর্ণাবর্তে
 নিমজ্জিত হয়েছে। ঠিক যেভাবে অন্ধকারে দিকভ্রান্ত
 পথিক দিশেহারা হয়ে হাতড়ানোর সময় কাল
 ভূজঙ্গের গায়ে হাত দেয় এবং ভাগ্যে জোটে মরণ
 ছোবল- তদ্রূপই অকুশল কর্মের প্রভাবে দুঃখ
 দুর্দশায় নিপতিত পরিবার তথা সমাজ দুর্গতি হতে
 মুক্তি লাভের প্রত্যাশায় প্রাণী বলিদানের বিনিময়ে
 অন্ধভাবে দেব-দেবীর প্রার্থণায় আত্মনিবেদিত হয়।
 ফলে সমাজ জীবন কলুষিত হয়ে কুসংস্কার এবং
 অকুশলের গহীন গহ্বরে পতিত হয়। তখন মানব
 সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও
 মঙ্গলামঙ্গলের বোধটুকু হারিয়ে ইতর প্রাণীর ন্যায়
 জীবন যাপন করে এবং অদৃষ্ট শক্তি নামক কাল্পনিক
 দেবতার কাছে নতি স্বীকার পূর্বক উহাকে সর্ব
 নিয়ন্ত্রক বা নিয়ামক হিসেবে বরণ করে নেয়।

সমাজের এমনিতর চরম দুর্দিনে ভোর
 আকাশে উদয়মান তেজোদীপ্ত সূর্যের ন্যায়
 বাংলাদেশী বৌদ্ধ সমাজে সকল কুসংস্কার স্বরূপ
 আঁধার ঠেলে আজ হতে আশি বছর পূর্বে জ্ঞান রবি
 উদিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টলার সবুজ বনানী ঘেরা
 কর্ণফুলী নদীর তীর ঘেষা ১১৫ নং মগবান
 মৌজাধীন মোরঘনা নামক এক পার্বত্য জনপদে ।
 ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী । সেদিন ছিল
 রবিবার, রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে
 মহালগ্নে এক ফুট ফুটে মহামানব শিশুর জন্ম হল ।
 রবিবারে জন্মের কারনে ধাত্রী বারের আদ্যাক্ষর
 প্রাধান্য দিয়ে শিশুটির নাম রাখল রথীন্দ্র চাকমা ।
 যদিও ধাত্রী বারের নামে মিল রেখে নামকরণ
 সম্পাদন করল বটে- এতে যেন দেবতাদেরই
 পরোক্ষ ভূমিকা ছিল । তারা হয়ত জ্ঞাত ছিল যে, এ
 শিশু পরবর্তীকালে বুদ্ধের ধ্বজাধারী রথের প্রকৃত
 ইন্দ্র হবে । তাই হেয়ালী বশে যদিও তখন ধাত্রী নাম
 রাখলেন উহার যথার্থতা পরবর্তীতে সার্থকতার
 কানায় কানায় পূর্ণ হল । তাঁহার পূণ্যবান পিতার নাম
 ছিল প্রয়াত হারু মোহন চাকমা এবং পুন্যবর্তী
 মাতার নাম ছিল প্রয়াত বীর পুদি চাকমা । পাঁচ ভাই
 এক বোনের মধ্যে তিনি সকলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ । তিনি
 চাকমা সমাজের নেতৃস্থানীয় খীসা ও মধ্যবিত্ত

পরিবারের সন্তান এবং ধামী গোজা গ্রোত্রের অন্তর্গত
 পিড়াভাঙা পরিবারই (জ্ঞাতি) তাঁহার লৌকিক
 পরিচিতি। কোন এক সময় উক্ত গোত্রাধীন পরিবারে
 একজন চাকমা রাজা ছিলেন। তদানীন্তন সমাজ
 ব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্ব না থাকায় তিনি বিদ্যা
 শিক্ষার তেমন সুযোগ-সুবিধা পাননি। তাই
 পরিবারের প্রথম পুত্র সন্তান হয়েও মগবান মাধ্যমিক
 ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে
 পড়াশুনায় ইস্তফা দিলেন বটে, বই পুস্তকাদি পড়ায়
 ক্ষান্ত হলেন না। কারণ তাঁর মন সর্বদা অজানাকে
 জানার এক অদম্য কৌতুহলাবিষ্ট ছিল। সঙ্গ-
 সাথীদের সাথে খেলা-ধুলা থেকে শুরু করে
 কোনটাতে মন বসাতে পারতেন না। জাগতিক কোন
 বিষয়ে তিনি আকৃষ্ট হতেন না। তাঁর চাল-চলন ছিল
 ভিন্ন প্রকৃতির এবং অসাধারণ। নির্জনতাই তিনি
 পছন্দ করতেন। সর্বদাই তাঁর মনে কোন এক
 শূন্যতা অনুভূত হত। যার ফলে উদাসীন হয়ে
 থাকতেন এবং কিসের সমাধান যেন খুঁজে
 বেড়াতেন। তাঁর বাবাদের তিন ভাইয়ের একান্নভুক্ত
 বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি পারিবারিক
 সূত্রেই সহনশীলতা, সহমর্মিতার অনুশীলন পেলেন
 এবং বাল্যকালেই রপ্ত করেছিলেন জাগতিক দুঃখে
 জ্ঞান। তাই তিনি তারুণ্যের জোয়ারে ভেসে যাননি।

কারণ তাঁদের-ই গ্রামের এক হতভাগা ব্যক্তি খুব
 অল্প বয়সী সুন্দরী বউ এর অপমৃত্যুতে শোকাবিভূত
 হয়ে আহাজারি করা এবং সন্তানহারা মায়ের
 আর্তনাদ-এর মত বিয়োগান্তক দৃশ্য তাঁর স্মৃতিপটে
 সর্বদা ভেসে উঠে তাঁকে ব্যথিত করত। এতদ্ব্যতীত
 তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সামাজিক দ্বন্দ্ব-বাঁধা-
 নিষেধ। তাই তরুণ বয়সেই তিনি জ্ঞাত হলেন প্রিয়
 বিয়োগ এবং অপ্রিয় সংযোগ জনিত যাবতীয়
 জাগতিক দুঃখ হতে মুক্তি পাবার পথ, কেবল বুদ্ধ
 প্রদর্শিত চির শান্তিময়- সুখকর সেই আৰ্য অষ্টাঙ্গিক
 মার্গ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। যেহেতু
 আমরা কর্মবাদে বিশ্বাসী বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে
 বর্তমান জীবন অতীত কর্মের ফসল এবং বর্তমান
 কর্মের সমষ্টি অনাগত জীবনের প্রস্তুতি। তদানুযায়ী
 যুবক রথীন্দ্র চাকমার অতীত জন্ম সমূহের কর্মপুঞ্জের
 প্রার্থীত এবং কাজিত ফসলই নিঃসন্দেহে বর্তমান
 জনমের অর্জিত এ মহান ব্যক্তিত্ব বলা যায়। নচেৎ
 এমন কাহিনীও শোনা যায় যে, পিতা-মাতার প্রথম
 পুত্র হিসেবে তাঁহাকে সাংসারিক ধর্মে সম্পৃক্ত করার
 জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো
 হয়েছিল। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে পর্যবসিত
 হয়েছিল। কথায় যেমনটি বলে “ছিড়ে গেলে তার,
 বীণা কি বাজবে আর?” তাঁহার সেই মিথ্যা দৃষ্টি তো

অতীতে ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান জীবনে তিনি
কবি গুরু রবি ঠাকুরের কবিতা সেই বীরশ্রেষ্ঠ
কল্পনায়ক-

“আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে-

দিতে হবে আলো।

সত্য লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে.

অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,

জীবনের বীণা যন্ত্রে বেসুরে

আনতে হবে সুর।”

তাই তিনি সকল প্রকার ভোগ-বিলাস
পরিহার পূর্বক ত্যাগ এর পথে মহীয়ান হবার প্রয়াসে
বৈরাগ্য সাধনের পথ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন।

“সুন্দরের জয় সর্বত্র” রানী এলিজাবেথ এর
এ কথাটির সত্যটাও যেন তাঁর জীবনে প্রতিফলিত
হল। আশৈশব কালাবধি তাঁর স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত
প্রশংসনীয় ছিল। তাই, একদা বাবু বিরাজ মোহন
দেওয়ান, পুরাতন রাঙ্গামাটি বাজারে পণ্য বিক্রেতা
হিসেবে তাঁকে সহায়তা করণ কল্পে তরুন রথীন্দ্র
চাকমাকে অনুরোধ জানালে তিনি মুদির দোকানে
অবস্থান করতেন এবং ইহাই তাঁহার জীবনের পট

পরিবর্তনের স্বর্ণ যুগ বলা যায় । তিনি সুযোগ পেলেন
 প্রচুর বই-পুস্তকাদি পাঠ করার এবং নানা বিষয়ে
 কৌতুহলী মনকে নিবৃত্ত করার । যেমন- তিনি প্রতিটি
 ধর্মের মূল বিষয় বস্তু ছাড়াও ডাক্তারী, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র
 এবং বক্ষিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর কাব্য, রবি
 ঠাকুরের কাব্য পড়লেন । এমনকি তিনি অদ্যাবধি
 বক্ষিম এবং রবি ঠাকুরের কাব্য আবৃত্তি করেন এবং
 বৌদ্ধ কীর্তন, হিন্দু কীর্তনও তিনি ছন্দ মিলিয়ে মাঝে
 মাঝে আবৃত্তি করেন । যেমনটি তথাগত ভগবান
 বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে গুরু আরাড় কালাম এবং রুদ্রক
 মুনির শরণাপন্ন হয়েছিলেন- তদ্রূপই তিনি সর্ব
 ধর্মের মূল কথা জেনে নিলেন । বুদ্ধের প্রতি তাঁহার
 যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল উহার প্রমাণ তৎ কর্তৃক
 তদানীন্তন সময়ে পূজিত সিবলীর ছবি অদ্যাবধি
 তথায় স্মৃতি স্বরূপ বিদ্যমান বলে প্রয়াত বিরাজ
 মোহন দেওয়ানের কন্যার কাছে জানা যায় ।
 সম্ভবতঃ পূর্ব সূত্রিতার কারণে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া
 থানাধীন নানখাইন গ্রামের জনৈক বড়ুয়া ব্যবসায়ী
 বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সাথে হঠাৎ পরিচয় হল
 এবং ঘনিষ্ঠতার এক পর্যায়ে একে অপরের প্রতি
 বিশ্বাস ভাজন হয়ে আলাপচারিতার কোন এক
 শুভক্ষণে তরুণ রথীন্দ্র চাকমা নিজের হৃদয় নিভৃতে
 লুকানো বহু জনমের লালিত বাসনার কথা তাঁহাকে

জ্ঞাত করালেন এবং তাঁহার সহায়তায় ১৯৪৯ ইং সনের শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহারের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপঙ্কর ভিক্ষু বিএ মহোদয় সমীপে প্রব্রজ্যা প্রার্থণা করলেন। গুরু দীপঙ্কর ভিক্ষু মহোদয় যুবকের কামনা-বাসনা এবং চিন্তা-চেতনা পর্যবেক্ষণ করে তাঁর প্রার্থণা অনুমোদন করলেন এবং সাধনানন্দ শ্রামনের নাম রাখলেন। এ নাম করনের পেছনেও হয়ত দৈবকাণ্ড জড়িত ছিল। কারণ তথাগত বুদ্ধের নাম করণে যেভাবে সিদ্ধি অর্থে সিদ্ধার্থ নাম রাখা হয়েছিল- তেমনিভাবে সাধন এ আনন্দ সাধনানন্দ নামটিও যেন অক্ষরে অক্ষরে নাম করণের যথার্থতা স্বার্থকতায় রূপান্তরিত হল। রাঙ্গামাটি হতে চট্টগ্রাম রওনাকালীন তিনি সরল-সহজ এবং পবিত্র মনে এ ধারণা পোষণ করেছিলেন যে বিএ ডিগ্রীধারী উচ্চ শিক্ষিত দীক্ষা গুরুর কাছে মুক্তি পথের সহায়ক বহু দিক নির্দেশনাপূর্ণ পরামর্শ লাভে সক্ষম হবেন। কিন্তু ঐ ধারণা পরবর্তীতে গুড়ে বালিতে পরিণত হল। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন গুরু মহোদয় কতিপয় এম,এ ডিগ্রীধারী দায়কের অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে বিহারে অবস্থান করছেন এবং তদীয় শিষ্যবৃন্দ শুধু আর্থিক সুবিধা ভোগের প্রত্যাশায় নামমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণোত্তর বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। তাঁদের

কেউই সত্যানুসন্ধানী নহেন। তাই তিনি তথায় অবস্থান করা অযথা কালক্ষেপণ এবং সাধনার পথে অন্তরায় ভেবে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহর ছেড়ে ‘জঙ্গলে মঙ্গল’ কথাটা শিরোধার্য করে পার্বতী মায়ের কাছে প্রত্যাগমন করলেন। মাঝপথে চন্দ্রঘোণা থানাধীন চিৎ মরম গ্রামে বহু কিংবদন্তী মুখরোচক গল্পের বিহার এর মারমা ভাষী বিহারাধ্যক্ষ এর শরণাপন্ন হলেন। তিনি মনে করেছিলেন অশিক্ষিত সহজ-সরল ব্যক্তিই হয়ত বা তাঁর সতীর্থ হতে পারেন। অর্থাৎ একই সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তি হতে পারেন। কিন্তু সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর তাঁকেও দানীয় বস্তু গ্রহীতা সর্বস্ব জেনে তিনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একাকী ধনপাতার গহীন অরণ্যে বাস করার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন এবং সাথে সাথে সম্যক সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বনে বাস করবেন। অতঃপর তিনি যথা সংকল্প অনুসারে ধনপাতা মৌজাধীন গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে দিন-দুপুরেও স্থানীয় অধিবাসীদের কেউই যাতায়াত করার সাহস পেত না। বুনো হাতি, বাঘ, ভল্লুক, বানর, হরিণ, সাপ ইত্যাদি হিংস্র বুনো জীব-জানোয়ারই যেন পড়শী ও নিত্য সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করলেন। এমনকি তাঁর

পাশে এক বাঘ মহিষকে মেরে আহার করার দৃশ্যও
 তিনি অবলোকন করেছিলেন বলে শোনা যায়। শুধু
 নীরব-নিস্তব্ধতা, বহমান ঝর্ণার ক্ষীণ আওয়াজ,
 শুকনা পাতার বাতাসে নাড়া-চাড়ার শব্দ, মাঝে
 মাঝে বুনো জীব জানোয়ারের পদ পৃষ্টজনিত শুষ্ক
 তৃণাদির মরাং মরাং শব্দ ব্যতীত কোন শব্দই কানে
 গোচরীভূত হত না। আর তাই, হয়তো বা সাধকের
 প্রকৃতির প্রকৃত চেহারা জানার দ্বার উন্মোচনের
 সুযোগ ঘটে। তথায় এক নাগারে সুদীর্ঘ বার বছর
 যাবত কঠোর ধ্যান সাধনায় অবস্থান করলেন। এক
 আহারী হয়েও অর্ধাহার-অনাহারে দিন যাপন
 করলেন এবং এক সময় পরিধেয় চীবর ছিন্ন হল।
 চীবরের অবস্থা এতই ব্যবহার অনুপযোগী হল যে,
 লোকালয়ে পিণ্ডাচরণে গমন করারও অসমর্থ হলেন
 এবং সুই-সূতা নিয়ে চীবর সেলাই এর উদ্যোগ
 নেয়ার পর মনে এমনি এক ভাবাবেগ উদয় হল যে,
 শেষ পর্যন্ত চীবর সেলাই এর মানসিকতাও হারিয়ে
 ফেললেন। ঠিক এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত
 হবার পর হয়তবা দেবরাজ ইন্দ্রের ইঙ্গিতে কোথা
 হতে অচেনা এক বড়ুয়া দায়ক তথায় হাজির হয়ে
 ত্রিচীবর দান করলেন এবং তখন থেকে পুনঃরায়
 পিণ্ডাচরণে লোকালয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে
 আমি স্বয়ং পরম পূজ্য বন ভন্তের শ্রীমুখে নিসৃত

দেশনায় শুনেছি। উপরন্তু তিনি আত্মদমন, চিত্ত
দমন এবং ইন্দ্রিয়াদি দমন করার কৌশল হিসেবে
তন্দ্রালস্য পরিহার করার লক্ষ্যে পৌষ-মাঘ মাসের
হাড় কাঁপুনী তীব্র শীতের সময় হাটু অবধি বরফের
ন্যায় ঠান্ডা ঝর্ণার পানিতে নেমে ঠাই দাঁড়িয়ে
থাকতেন এবং প্রচণ্ড খরার সময়ও ভর দুপুরে
ধারালো শনের বনে ছুটাছুটি করে বেড়াতেন- যাতে
শনের কাটা শরীরে ঘাম লেগে যন্ত্রনায় নিদ্রাদেবীর
আশ্রয়-প্রশ্রয় না থাকে এবং আলস্য-তন্দ্রাভাব জনিত
সাধনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে না পারে। তখন
থেকে আজ অবধি বিগত উনচল্লিশ বছর পদ্মাসনে
উপবিষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ শয়নে বিরতি অবস্থায় দিন
কাটাচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে তাঁর শ্রীমুখে বলতে শোনা
যায় যে, অনভ্যস্ততার কারণে এখন তিনি শুয়ে
থাকতে পারেন না- শুতে গেলে তাঁর বমির উদ্বেক
হয়। এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা সহজে অনুমান
করতে পারি যে, তিনি কেমন ভোগ বিরোধী তাপস
ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কাগুই বাঁধের
দরুন রাজ্যমাটি এলাকার নিম্নাঞ্চল ডুবে যাবার
কারণে এলাকাবাসী অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য
হলে তিনিও ধনপাতা নিবাসী জনৈক শ্রদ্ধাবান দায়ক
বাবু নিশি কুমার চাকমা এর প্রার্থণায় দীঘিনালা
থানাধীন বোয়ালখালীতে গমন করেন এবং মাঝপথে

অপ্রত্যাশিতভাবে চেষ্টা এলাকার কোন এক বৌদ্ধ পল্লীতে জনৈক মৃত ব্যক্তির সৎ ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রার্থণা সহকারে আমন্ত্রিত হলে তথায় যোগদান করেন। কিন্তু তিনি অপরাপর সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় আচরণ না করে দানীয় সামগ্রী এবং অর্থ গ্রহণে বিরত হলেন এবং অনুষ্ঠানে সমবেত অন্যান্য ভিক্ষুদের মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন অকুশল চিত্তের মনোভাবের কথা জনসমক্ষে ফাঁস করে দিলেন। ইহাতে অন্যান্য ভিক্ষুগণ লজ্জিত হ'য়ে বিব্রত হ'লেন এবং সমবেত দায়ক-দায়িকাবৃন্দও বিস্মিত হলেন। অতঃপর তিনি দীঘিনালা থানাধীন বোয়ালখালী বৌদ্ধ বিহারে পৌঁছে তথায় চার দিন অবস্থান করার সময় প্রত্যক্ষ করলেন যে, বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু মহোদয়ও পূর্বোক্ত বিহারাধ্যক্ষ দ্বয়ের ন্যায় লোভ-দ্বेष-মোহ অধীন। তাই বিহারে অবস্থান না করে পূর্ব বৎ বোয়ালখালীর গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং যথাসময়ে লোকালয়ে আগমন পূর্বক পিণ্ডাচরণ করতেন। সেই সময় এলাকার কতিপয় দায়ক পরমপূজ্য ধুতাংগ ধারী শ্রামণের আবাসস্থল নির্ণয় করার লক্ষ্যে শ্রামণের অজ্ঞাতসারে তাঁর পিছু নিলেন এবং আবাসস্থল খোলা আকাশের নীচে জেনে একটি উঁচু ভূমিতে আশ্রম নির্মাণ করে তথায় অবস্থান করার প্রার্থণা নিবেদন করার পর তিনি সেখানে বসবাস

করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক শুভলগ্নে তদানীন্তন চাকমা রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাহুবির মহোদয়ের উদ্যোগে এবং সংঘের সহায়তায় বহু চেষ্টা তদবীর করার পরে তাঁর মতামত উপেক্ষা করে এবং অনেকটা জোরপূর্বক তাঁহাকে উপসম্পদা গ্রহণে রাজী করানো হয় মর্মে লোক মুখে বলতে শুনা যায়। তিনি ধুতাংগ বিধি-বিধান পালনে এতই কঠোর এবং সাবধান ছিলেন যে, পিণ্ডাচরন হতে বনাশ্রমে প্রত্যাগমনের সময় অতিক্রান্ত হলে পরে আর আহার না করে উপোসে কালাতিপাত করতেন। এভাবে একাহারেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় একদা মৃতবৎ দুর্বল হয়ে পড়লেন। এমনকি দুর্বলতার কারণে তিনি উপবেশনের ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন। অবশেষে যেন তাঁহার শরীর হিম শীতল হয়ে তিনি কেবল মরন ক্ষণের অপেক্ষারত ছিলেন এবং বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করতেন যে, এখনও তিনি জীবিত আছেন। এমনি এক চরম মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং আচম্বিতে জনৈক বড়ুয়া দায়ক ফ্লাস্ক ভর্তি গরম দুধ নিয়ে তথায় হাজির হলে পর দুধ পান করানোর প্রার্থণা জানালে তিনি অনুমোদন করে পর পর দুকাপ গরম দুধ পান করার পর সম্পূর্ণ সুস্থতা বোধ করলেন। সঞ্জীবনী শক্তি

ফিরে পেয়ে সাধনায় গতি সঞ্চারণ করলেন এবং
 মনেও দ্বিগুন উৎসাহ অর্জন করলেন। যেমনটি
 তথাগত ভগবান বুদ্ধ গয়ায় কঠোর তপস্যার কারণে
 কংকাল সার হবার পর পুন্যবর্তী সুজাতার পায়সান্ন
 ভোজনের পর পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন ঠিক
 তদ্রূপই। অতঃপর তিনি শ্রদ্ধাবান দায়ককে ধর্মীয়
 দেশনা প্রদান শেষে বিদায় দিলেন। তাঁহার এহেন
 কঠোর আচরণের যুক্তি হিসেবে আমরা এ দৃষ্টান্ত
 উপস্থাপন করতে পারি যে-বুনো হাতি পোষ মানিয়ে
 মানবের কাজে লাগানোর পূর্বে উহাকে নাকি খেদায়
 আটক করে ২/৩ দিন উপোস রাখা হয় এবং দুর্বল
 করারপর পালা হাতি দ্বারা পায়ে শিকলের বেড়ী
 দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়- যতক্ষণ না পোষ মানে।
 ঠিক তেমনি সবল ইন্দ্রিয়াদি দুর্বল না করা অবধি
 দমন করাও হয়ত সহজ সাধ্য নয়। তাই, তাঁহার
 অমৃতময় ধর্মীয় দেশনায়ও তিনি উল্লেখ করেন যে,
 “ভোগ-ই-দুঃখ, ত্যাগ-ই-সুখ”। কালক্রমে তথায়
 বহু লোক পূজ্য বন ভন্তের পূজারী হলেন। জগত
 আলোকিতকারী সূর্যকে ঢেকে রাখা যেমনটি
 সাধ্যাতীত এবং উহার আগমনী বার্তা সকলেই
 জানে- তেমনটি সাধনানন্দ বনভন্তে প্রকাশ বনভন্তে
 যে “অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ” এ
 মহান আদর্শে ব্রতী হয়ে মাইনী এলাকায় অবস্থান

করছেন এ শুভবার্তা এলাকাবাসী জেনে গেল এবং প্রতিদিন এলাকাবাসী দলে দলে পুন্য সঞ্চয়, মঙ্গল কামনায় বনাশ্রমে গিয়ে ভিড় জমাত । পূজ্য বনভন্তে কিন্তু ইত্যাকার ন্যায় তখন সহজগম্য ছিলেন না । স্ত্রী জাতি দর্শনে বিরত ছিলেন এবং বনাশ্রমে তাঁদের প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ ছিল । একান্ত শ্রদ্ধাৰ্থ্য ব্যতীত সাধারণভাবে অর্পিত দানীয় বস্তু গ্রহণ করতেন না । প্রার্থিত বিষয় লাভ করা যায়- এ কথা লোকমুখে শুনে জনৈক ভদ্রলোক, তদানীন্তন দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার অধীনস্থ কতিপয় পুলিশ সেপাই এর মারফতে বনভন্তের কাছে দানীয় বস্তু হিসেবে কিছু দ্রব্য সামগ্রী প্রেরণ করলেন । পূজ্য বনভন্তে উক্ত প্রেরিত দ্রব্যাদি অসদুপায় অবলম্বনে অর্জিত অর্থে ক্রয়কৃত ইহা দিব্য জ্ঞানে জেনে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং নিগৃহীত হ'বার কারণও সেপাইদেরকে অবহিত করালেন । পুলিশ দল বনাশ্রম ত্যাগ করে থানায় প্রত্যাবর্তন করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পূর্বাপর ঘটনা জানালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাগে অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় সেখানে গিয়ে পূজ্য বনভন্তেকে বন্দী করে থানায় নিয়ে আসার জন্যে একদল পুলিশ প্রেরণ করলেন । কিন্তু পথিমধ্যে প্রথমে কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধার কোন রকমে অতিক্রম করে পরবর্তীতে অগ্নি তাপের জ্বালা শরীরে

অনুভূত হবার কারণে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর না
 হলে পুনরায় বিফল মনোরথ হয়ে থানায় প্রত্যাগমন
 করলেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তদ্বিষয়ে অবহিত
 করলেন। অতঃপর স্বয়ং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রায়
 উন্মাদগ্রস্ত হয়ে দলবল সহকারে বনাশ্রম অভিমুখে
 রওনা হলেন। মাঝপথে প্রথমে বাঘ এর সম্মুখীন
 হলেও সাহসে ভার করে সামনের দিকে অগ্রসর
 হলেন। কিন্তু যতই না বনাশ্রমের কাছাকাছি পৌছতে
 লাগলেন ততবেশী ভীতিভাব কর্মকর্তার মনে জড়
 হতে লাগল এবং এক পর্যায়ে বনাশ্রমে পৌছতেই
 প্রথমে একটি অঙ্গবিহীন কাটামুণ্ডু শূন্য ভেসে ধর্মীয়
 দেশনা প্রদান, দ্বিতীয়তঃ মুহূর্তেই রক্তে রঞ্জিত
 দুহাতে নিজের কলিজায় টান দেয়ার অদ্ভুত এবং
 ভয়াল দুটি দৃশ্যে ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে বাতাসে
 দোলায়মান বৃক্ষ পত্রের ন্যায় থর থর কম্পিত অঙ্গে
 নত শিরে পূজ্য বনভন্তের কাছে প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা
 করল। যেমনটি তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের জীবদ্দশায়
 দস্যু অঙ্গুলিমাল এবং আলবক যক্ষ পরাজিত হয়ে
 বুদ্ধের নতি স্বীকার করেছিলেন- ঠিক তেমনি
 ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও সেই মুহূর্তে পরম পূজ্য বনভন্তে
 র পদে লুটিয়ে পড়লেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁর
 আশীর্বাদ কামনায় শরণাপন্ন হলেন। এমনভাবে
 বনভন্তের “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়” গুণ সম্পন্ন

ধর্মীয় দেশনার গুণাবলী পার্বত্য অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত
 না থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং
 পার্বত্যবাসী বৌদ্ধ তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও
 বনভন্তে নামে সুপরিচিত হলেন। অতঃপর দীঘিনালা
 থানা নিবাসী জনৈক তর্কবাগীশ, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন
 প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির
 প্রতি পূজ্য বনভন্তের দৃষ্টি আকর্ষিত হল। সেই
 ব্যক্তির দৃষ্টিতে প্রব্রজ্যা জীবন বৃথা। তথাগত বুদ্ধ
 প্রদর্শিত পথ ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। বুদ্ধ কাল্পনিক
 দেবতা স্বরূপ। তদানীন্তন বোয়ালখালী বৌদ্ধ
 বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু বি,এ, মহোদয়ের
 প্রতি তার জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল যে, “ভিক্ষু মহোদয়
 ২০/২৫ বছর যাবত ধর্মাচরণে কি অর্জনে সক্ষম
 হয়েছেন? পক্ষান্তরে তিনি সাংসারিক জীবনে দু’স্ত্রী,
 ছেলে সন্তানাদি, নাতি-নাতনী, কয়েক দ্রোন আবাদী
 জমি, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা
 গরু এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সুখে জীবন
 কাটাচ্ছেন। অন্য দিকে তিনি (ভিক্ষু মহোদয়) পর
 মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন করছেন। তাঁর মতে
 মানবের জন্ম ধারণের মুখ্য ভূমিকা হল সাংসারিক
 ধর্ম গ্রহণ, স্ত্রী-পুত্র পালন এবং তৃষ্ণা সাগরে
 গা’ভাসিয়ে দেয়া। নচেৎ মানব জনমে স্বার্থকতা নেই
 এবং কর্তব্য-ধর্তব্যেও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভদ্র

লোকটির আবার মধ্যপানে বাতিক ছিল। তাই তাঁর ছেলে পিতার শুভ মঙ্গল কামনায় বিপথ হতে সৎ পথে নিয়ে আসার মানসে পরম পূজ্য বনভন্তের শরণাপন্ন হলেন এবং তার অভিসন্ধি পুরন করে দেয়ার প্রার্থনা জানালেন। তিনি মোহান্ন ভদ্র লোকের তথা পরিবারের শুভ মঙ্গল কামনায় তার প্রার্থনা অনুমোদন করে তথায় গমন পূর্বক হিতোপদেশমূলক দেশনা প্রদান শেষে ভদ্র লোককে মধ্যপানে বিরত হবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করালেন এবং তখন থেকে ভদ্রলোক মধ্যপানে বিরত হয়েছিলেন মর্মে পরম পূজ্য বনভন্তের কাছে জানা যায়।

এমনিতর হাজারো লোকের উপকার সাধন করে তিনি সদ্ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে তথা হতে কাচালং এলাকার দুরছড়ি নিবাসী জনৈক শ্রদ্ধাবান দায়কের প্রার্থণায় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বোয়ালখালী তথা মাইনী এলাকা ত্যাগ করে কাচালং এলাকার দুরছড়িতে গমন করলেন। তথায় মাত্র তিন মাস অবস্থান করার পর লংগদু থানাধীন তিনটিলাবাসী বাবু অনিল বিহারী চাকমা তথা সমগ্র এলাকাবাসীর প্রার্থণায় লংগদুতে গমন করলেন। ১৯৭১ ইং সনে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে সেপ্টেম্বর/৭১ ইং হতে ডিসেম্বর/৭১ ইং পর্যন্ত মোট চার মাস সময় পর্যন্ত ভাইবোন ছড়াবাসীর প্রার্থণায় যুদ্ধের ঝামেলা-

ঝঞ্ঝাটপূর্ণ তিনটিলা এলাকা ত্যাগ করে ভাইবোন ছড়ায় এক অরণ্য বিহারে অবস্থান করলেন। পুনঃরায় বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে তিনটিলাস্থ বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। তথায় অবস্থানকালীন ১৯৭৩ ইং সনে তদীয় নির্দেশে তথাগত বুদ্ধের জীবদ্দশায় মহা উপাসিকা মিগার মাতা বিশাখা প্রবর্তিত রীতি অনুসরণ পূর্বক প্রথম বারের মত চরকায় তুলা হতে সূতা বের করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাপড় বুননের পর চীবর তৈরী করে কঠিন চীবর দান সম্পাদন প্রথা চালু করা হয় এবং আজ অবধি রাজবন বিহার ও শাখা বন বিহার গুলোতে এ প্রথা চালু রয়েছে। উক্ত দানানুষ্ঠানের মাধ্যমেই তাঁহার ধর্মীয় প্রচার-প্রকাশন-প্রজ্ঞাপন বিষয়ে স্মরণীয় মাত্রায় প্রসারণ ঘটতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম একটি রাজকীয় ধর্ম। ইহা আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। তাই, রাজন্য বর্গের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবশীষ রায় তথা রাঙ্গামাটিস্থ বুদ্ধিজীবি মহলের প্রার্থণায় রাজবাড়ী চত্বরে রাজবিহারে ১৯৭৪ ইং সনে অনুষ্ঠিত কঠিন চীবর দানে যোগদান করতে আসার সুবাদে চাকমা রাজমাতা তথা সমগ্র রাজ পরিবার এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষ প্রার্থণায় বর্তমান

রাজবন বিহারে স্থায়ীভাবে অবস্থান করার কারুনিক সম্মতি প্রদান করলেন এবং রাজ পরিবার পরম পূজ্য বনভন্তে সমীপে ১০.০০ (দশ একর) পাহাড়ী জমি দান করলেন। সম্ভবতঃ পরমপূজ্য বনভন্তে দিব্যচক্ষে অবগত হলেন যে, রাঙ্গামাটি পার্বত্যঞ্চলের প্রধান কেন্দ্রভূমি। উপরন্তু অপরাপর এলাকার তুলনায় অত্র এলাকা সার্বিকভাবে উন্নত এবং বুদ্ধ নির্দেশিত চারি প্রত্যয় এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রেও সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান বিবেচনা করে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থানের সংকল্পবদ্ধ হলেন। বিগত তিন যুগ অবধি তিনি অত্রাঞ্চলের বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকাবৃন্দকে অকাতরে, নিরলসভাবে এবং অকৃপণ হাতে ধর্মদান, জ্ঞানদান, এবং অভয়দান করে আসছেন। বর্তমানে তাঁহার আদর্শে পরিচালিত শাখা বন বিহারের সংখ্যা ছেষল্লিশ খানা। কারণ তিনি মহামানব হিসেবে জন্মগ্রহণ করে শুধু নিজের স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস সাধনে আবির্ভূত হননি, সাথে সাথে মোহান্ন পীড়িত জনগণের মুক্তির পথও অঙ্গুলি নির্দেশ স্বরূপ স্বীয় মুক্তির দৃষ্টান্তের দ্বারা বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখিয়ে যাচ্ছেন- সহজ-সরল ভাষায় প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার মাধ্যমে চতুরার্য সত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি অবহিত করছেন এবং মুক্তিপথ হিসেবে আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ-ই যে সত্য মার্গ তা' অবলম্বনে

শিষ্যদের এবং দায়ক-দায়িকাদের উদ্ধৃদ্ধ করছেন ।
এমনকি তিনি উক্ত মার্গে যে মুক্তি অর্জন করতে
এবং অরহত্ব ফল লাভ করেছেন উহার প্রমাণ আমরা
তদীয় ধর্মীয় দেশনা থেকে জানতে পারি । কারণ
তিনি ১৯৯৪ ইং সনের দনোত্তম কঠিন চীবর
দানানুষ্ঠানে দেশনার প্রারম্ভিক পর্বে হাজার হাজার
জনতার সমক্ষে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তাঁহার
পুনঃজন্মও নেই এবং তাই মৃত্যুও নেই ।

তজ্জন্য আমরা তথা সমগ্র বাংলাদেশী বৌদ্ধ
দায়ক-দায়িকাবৃন্দ তাঁর কাছে অনির্বাকাল কৃতজ্ঞ ।
কারণ পার্বত্যঞ্চল তথা বাংলাদেশে যে জ্ঞান রবি
উদিত হয়েছে সে কথা আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর যে
অজানা নয়, এর জলন্ত দৃষ্টান্ত সকাল-সন্ধ্যা শত শত
দেশী-বিদেশী ধর্মীয় পর্যটকগণের আনাগোনা ও
সমাগমের মাঝে জন কলরবে কোলাহল মুখর
প্রতিদিনকার এ রাজবন বিহার চত্বর- যা' এককালে
ছিল নীরব-নিস্তব্ধ-নির্জন বন প্রান্তর ।

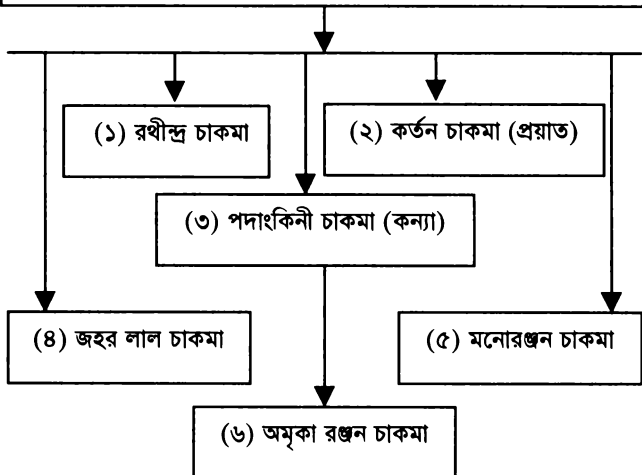
“সক্কে সত্ত্বা সুখিতা ভবন্তু”

“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক ।

“জয়তু বুদ্ধ শাসনম্”

“জয়তু অরহত বনভন্তে ।”

পরমপূজ্য অরহত বন ভণ্ডের পারিবারিক পরিচিতি
পিতা- প্রয়াত হারু মোহন চাকমা
মাতা- প্রয়াত বীর পুদি চাকমা



বয়সানুসারে ক্রমিক সংখ্যা বসানো হল ।

Acknowledgement

How many of us know much of a Great man whose the 80th birthday we are going to celebrate on the 8th January in a prompt and grandeur function. We are very confronted with myriad questions on His life put forwards by the laymen and the tourists coming from various corner of the world. Is the fact true that those who are under His proximity and affection know about Him? Although I don't know much about Him but my strong curiosity and impetus impelled me to write someting that will make the world familliar with his life. Moreover as General Secretary I felt that the world should be wel-informed of His great life, and therefore, I engaged myself to write about Him in a nutshell.

My sincere gratitute is due to Mr. Sajjit Kumar Chakma and Mr. Bhupendranath Chakma who had supplied me some valuable information and also ever-grateful to Mr. Jogendra Lal Chakma from whose drama "Giri Tarpan" I collected some valuable information.

I am too evergreatful to Mr. Murutisen Chakma, Mr. Rabi Chandra Chakma and Sunil Kumar Karbari without whose pecuniary aid it would have been impossible to publish this book.

Profund affected is due to my dearest grand-son Nikan Chakma who enhanced the impotrance of this book by translating in into English and to Mr. Bishnu Pada Chakma who extended his kind and sincere help and co-operation.

It is really impossible for an ordinary man to explain Buddha's wisdom elaborately. It is only Buddha who can explain His wisdom elaborately likewise it is also impossible for a man to give elaborate explanation on the life of a great man.

Furthermore, My sincere gratefulness is due to the enlightened Vana Bhante whose life encouraged and impelled me to write this book.

I will feel satisfied and successful if and when the learned and the taught will get opportunity of knowing something about Rev. Vana Bhante.

In fine, I do apologize for any wrong if found in the book.

Nalini Kumar Chakma

Dedicated

To the Radiant Sun of the Chakma Buddhist community and of the world as a whole, the enlightened Sadhanananda Mohathero, popularly known as Vana Bhante, whose proximity inspired me to write this book with a humble prayer to gain the power and wisdom for the destruction of all kinds of thirsts.

Let all beings be free from all kinds of sufferings.

Nalini Kumar Chakma

Vana Bhante - The Great

Boundless reverence to the Buddha and so to the enlightened Vana Bhante too.

It is patent that the sun breaks the day on earth through piercing the darkness of the night but the darkness appears again when the sun sets in the west; just as the Lord Buddha, the Amity-sun of all living beings, appeared on this very earth about two thousand five hundred fourty one years ago but the reign of Religion introduced by Him is on the way to be over in as much as the duration of his Religion being only five thousand years. Nothing is visible during the absence of the light; likewise during the absence of the light of the spritual wisdom also there began in the ultra-modern human societies many brutal activities like exploitation, mass killing, sacrifice of animal in the name of God, blind-faith, selfishness, narrowness, superstition,

terrorism, despondency and so faith that remain us of the state of the earth that existed during the days of lord Buddha.

At this critical moment of ruination of humanity the truth remains subdued by the ever-increasing influence of the falsehood that brings colourful victory to the present allured human society, Now a days, the people who follow ardently the principles of the falsehood that improves the living of their daily lives, have been exercising irreligiously in the name of religion without slight hesitatioion and therefore, the humanity as it appears is going to be nipped in the bud.

Moreover, the modern social systems apparently transform the Justice into injustice, the injustice into Justice, the truth into falsehood, the falsehood into truth, the Good into bad, the Bad into good for the betterment of the luxurious societies without hesitation. The modern human

society, hurled into the pit of ignorance, don't at present believe in the doctrine of action and the fruits of action. On the contrary, they immersed in the circle of the darkness by being afflicted with profound grief, despair and distress, A pedestrian mistaking about the way in the darkness unknowingly touches a black poisonous serpent that bites the man who dies ultimately because that is destined in his life. Likewise modern family or society also, inflicted with immense grief, despair and distress blindly resorts to sacrificing of animal to deities and pray to deities in order to be saved and rescued from all sorts of horrifying danger and distress as a result, the social life is being thrown into a deepest dent of superstition and blind-faith. In spite of being born as the best rational animal a misguided man ultimately leads a life of a dumb animal after losing her rationality and penetrating intellect and

bows down to an imaginary deity whom he accepts as the Savior.

Similarly in the time of distress of the Buddhist of Bangladesh the Sun of wisdom had appeared eighty years ago at the village named Mourghana situated on the shore of the river Karnafuli under the Mogban Mouza, carpeted with emerald green and fascinating deep forest that enhanced the beauty of the village. He was named Ratindra as He was born on Rabibar (Sunday), 8th January' 1919. Although emphasis was put on the naming according to the first letter of the day on which He was born but it deemed to be the indirect hint of the Gods who might have been well-informed that this very child would be the charioteer of Buddhism in Chittagong Hill Tracts (CHTs). He was although, whimsically named after the first letter of the day by came into reality and success to the later.

His beloved father's name is Haru Mohan Chakma and mother's name being Birapudi Chakma who were very pious and therefore, they could have given birth to such a great child who made them ever-remembered in the Buddhist History of Bangladesh. He was born in a middle class family. He did not get the educational facilities due to lack of educational importance in the then social systems and so, He gave up study after having been promoted to class Six in the Mogban Middle English School but remained absorbed in reading books because His mind was at that time very keen on knowing of the unknowns. He could not concentrate on any sort of playing games with His companions and even any kind of terrestrial matter could attract Him. Truly speaking, His mode of living was really abnormal and extra-ordinary. He would like to stay in the loneless and at that time

something vacancy in His mind as it was felt, as a result, He would stay apathetically and wander in quest of something.

He received the opportunity of culturing the fellow-feeling and endurance during His boyhood by being born in a joint family consisting of all wives and children of three brothers, one of whom was His father. He had experienced to the full the suffering of worldly life and therefore, He didn't go away with the extreme current of the youth because He found during His boyhood that an illfated man in His village, overwhelmed with severe pains of separation, tried to commit suicide by plunging into the river in order to get relief of severe pains of separation from his beloved who had died an unnatural death. That very scene that strike Him constantly used to occur to the mind since His very boyhood, and therefore, His strong aversion to wordly life happened in

front of Him. Even the pathetic cry of a mother who lost her dearest child had pained Him in the extreme. He could have fully realized at the youth that there was no alternative but the Eight fold path introcued by lord Buddha for getting rid of the pains of tha union with the beloved and separation from the beloved as well as from the near and dear ones.

According to the Buddhist philosophy the present life is the harvest of the actions of the past life and so the actions of present life are regarded as the milestone and devices for the preparation of future life. There is no denying the fact that Rev. Vana Bhante's present personality is the desired harvest of actions of His past life.

It is heard that as the eldest son of His parent, all sorts of attempt were applied to make Him engaged in the worldly life and even He was kept under

lock and key along with a young girl but all ended in smoke. They did so just to get relief of worst comments and slanders about their family spread by the villagers.

There is a popular saying, "If the string of the lute gets off, will the lute then sound"? His desire for worldly life also already ruined in the past, and therefore, He became at present the brave Knight of the poems of Rabindranath Tagore.

Light the own Lamp,
To scatter the light
on the impassable ways of worldly life.
Proceed along the path of the Truth
To remove the hindrances of the False,
And set to music to the unturned lute of life.

Realizing the true characteristics of worldly life He become firmly determined enquire about the path meditation to be great conqueror of all sorts of sensuality. The famous maxim of Queen Elizabeth,

"The beauty is always winner everywhere" proved applicable and helpful to His life too. Both the character and the behavior that He possessed during His very childhood was really very good and commendable, He stayed at the Grocery shop at old Rangamati Bazar that had belonged to Biraj Mohan Dewan who had cordially requested Him to help in the business activities. He had as it seems, got the chance of being familiar with a businessman named Gajendra Barua, owing to the thread-link of past life, a villager of Nunkhain para under the Potia police station of Chittagong District and came into close contact with him and told him frankly about His hopes and aspirations which has been pent up in the mind since His very boyhood. He prayed to Rev. Dipankar Bhikku (B.A) of Nandankanan Vihar in Chittagong city for an ascetic life. Observing the hopes and

aspirations, thoughts and consciousness as well as penetrating intellect of the young man, Guru Dipankar Bhikkhu had offered Him an ascetic life for which He had been wondering eagerly since boyhood and named Him "Sadhanananda Shraman". There was also as it seems, an indirect involvement of divine affairs behind naming Him Sadhanananda as the lord Buddha was too named Siddhartha after the first letter of the word "Siddi" which means attainment Just as the name "Sadhanananda" offered to Vana Bhante had proved authenticity to the later.

He nurtured such a conception with a simple, easy and pure mind that a highly qualified Guru with a graduation degree would help in every respects and lead Him to proceed along the right path of full emancipation. But that very notion proved nothing to Him because He found that many disciples of a few highly qualified

Guru had been dwelling in the Temple in order to have higher education for thier self-promotion and betterment through the financial assistance of the dayaks (Laymen). None of them were found as the real truth-seeker, and therefore, He fully realized that He would not be successful in productive of brilliant result by staying along with them. That's whay He look leave of them and repatriated to the CHT saying that **"staying in the jungle is better."** He on the halfway, went to the Marma-speaking principal Guru of **Chitmaram Buddha Vihar** under the Chandraghona police station and prayed to him for refuge as He thought that simple, easy and uneducated people might be his disciple or associate with the same objective in view. But there also He found that all of them were voracious and hanker after charitable goods and eatables and therefore, He decided to live in the thick

and deep forest of Dhanpata Area. He then became firmly determined to stay there itself until and unless He could attain Aarahatship (Enlightenment). He became deeply absorbed in deep meditation for a period of twelve years. He remained all alone, half-fed, and some times without food. His civara or robes got so worst and torn He could not become able to go to the human habitation for Pindhacharan (collection of food). I learnt in the preaching of Rev. Vana Bhante that an unknown Barua dayaka came from somewhere and presented tri-civara that enabled Him to go to the public for pindhacharan. He would keep standing in the knee-deep coolest water during the months of Poush and Magh for the control of the sense organs and self-restraint and even, used to run in the hemp-planted places at noon for getting Himself torn-stricken to remove the drowsiness and

indolence that would hamper in the way of meditation Analyzing the above mentioned illustrations we conclude that He was a true and great hermit.

Afterwards, He went to Boalkhali under the Dighinala police station at the humble prayer of a pious dayaka named Nishi Kumar Chakma, an inhabitant of Dhanpata, when all the people of the Rangamati Area had already left their own lands and homesteads which were immersed under the water of the Kaptai Dam constucted on the river Karnafulli in 1960. He was, on the halfway to Dighinala, invited to an auspicious funeral ceremony of a certain dead man in a Buddhist inhabited village where He remained abstained from taking charitable goods and expounded the hallucination and activities done by the other Bhikkhus. By surprising all, He set out for Dighinala where He had seen during his stay for four days that

Janashri Bhikkhu, Head of the Boulkhali Buddha Vihar and other Bhikkhus were also not the real truth-seekers and followers of the Eight-fold path. Subsequently He penetrated into deep forest and started passing His days there from where He used to come to the public for Pindhacharan on time. A few virtuous dayakas then followed Him stealthily to know where he lived. They found that He lived under the open sky and so, they built a hut on a high place and requested Him respectfully, to stay in that hut. In 1961 at an auspicious moment He was made agreed to become a fully-ardianced Bhikku by the help and co-operation of the then Raj Guru Agravamsa Mohathero and Rev. Jhanashri Mahasthavir (now Mahathereo). He was so cautious and strict in obeying the rules and regulations of Dhutamga that once upon a time He became very weak and feeble as He had starved for a few days

when He had to violate some principles of Pindhacharan. He could not keep sitting due to extreme weakness that made the whole body very cool. He sometimes examined himself by placing His hands on the chest and felt that he was still alive.

At this critical Junction, a certain Barua gentlemen appeared before Him unexpected and surprisingly with a flask teeming with warm milk of which He had drunk two cup of milk that revitalized and enabled Him for re-engaged in deep meditation with firm determination and enthusiasm as lord Buddha regained freshness and vitality after taking the porridge offered by Sujata when He was reduced to a skeleton owing to continuous meditaiton. Then He gave good by to the dayaka (lay man) after giving some discourses.

The contention that He advocates is that a wild elephant tamed in a trap without

giving food is made to work according to the wishes: Just as our sense organs also have to be controlled in the same way for it is impossible to bring them under control whenever they are given food and active. So He would say, "To enjoy sensual pleasure is suffering but to relinquish is happiness". In course of time, many people became and started worshipping Vana Bhante who has been still explaining Dhamma lucidly and Simply in Chakma and Bengli.

It is quite impossible to cover up the Sun when it rises and the sun-light informs the people of its rising likewise the news of coming of Vana Bhante has been wide-spread. Then He started staying at Dghinala by following the ideal maxim- "Give light to the blind- Give life to the dead". The people in a body started gathering before Him for praying virtue but the access to the premises of the temple in

which Vana Bhante lived, was, at that time not so easy as it is today. Even He refrained from looking at the female who were also strickly prohibited from entrance into the premises of the Temple.

On hearing about the Vana Bhante a certain Muslim police officer sent some of his subordinates with some things to present Vana Bhante in the expectation of fulfilling some of his wishes. But Vana Bhante didn't accept those things which were purchased with the money earned through unfair-means and told them as to how they had earned those money. They went back and told their officer about that Vana Bhante said and the police officer became very excited and felt humiliated. He again sent a group of police to take Vana Bhante in chains to the police station. After overcoming the foggy darkness on the half way the excited police had to go back when they felt very hot on their

respective bodies and told about the incident to the officer who became more and more agitated again. He then himself set out for the Ashram with a group of police. Although, the police officer was advancing forward with greater courage after seeing a tiger but the more he was approaching nearer the greater the fear was striking him constantly. No sooner did the police officer approach nearer than he found a head without body hangs which were polling out the intestines from within the stomach. On seeing those wonderful scenes the police officer became scared in the extreme and knelt down before Vana Bhante and prayed for blessing and security of life as Angulimala and a great giant named Albok did kneel down before Buddha. In this way, Vana Bhante gained popularity and recognition by leaps and bounds. The doctrine of Vana Bhante, "Let all beings be benefited- Let all beings be

happy" didn't remain confined to the Chittagong Hill Tracts only but to the whole of Bangladesh and the world also.

In the latter period, Van Bhante paid kind and pitiable attention towards a great influential inhabitant of Tarabonia under the Dighinala police station who was disillusioned, a controversialist and very proud and the path shown by Bubbha was, misleading and false because Buddha Himself was like an imaginary God. One day, the man said to Jnanashiri Bhikku, "What have you obtained during your twenty five years-long-ascetic life". He again said to him, I have been living peacefully and happily along with my two beloved wives sons, daughters and grandchildren. Even I do have many acres of arable land, grannary fishery, cattle, buffalo, goat and fowl etc. I can earn a lot of money daily too." The contention he maintained was that the foremost duty of

human life was to enter worldly life and to bring up the beloved and the issues as well as as to keep all the sense organs in the ocean of Luxuriousness. Otherwise the duties of human life would remain unperformed the man was also very addicted to drinking. One day, one of his sons went and told Vana Bhante about the character and activities of his father and invited Vana Bhante to their house. Then Vana Bhante went and presented a sermon before the man who was made firmly determined to remain abstained from drinking. I heard his story from the mouth of the Enlightened Vana Bhante itself.

In 1970 Vana Bhante went to Durchari from Dighinala at the humble prayer of a virtuous dayaka of His religion. But after three month stay at Durchari He again went to Tintilla under the Longudo police station as and when invited by Anil Bihari Chakma and other dayakas. At the

last phase of the freedom movement in 1971 He went to Vaibouchara village and staying there in the war free-silent environment but returned to Tintilla again later on.

1973, following the pious Upasika, Visakha who had introduced the Kathine Civara Dana Ceremony in the days of Buddha, many upasakas and upasikas at Tintilla under the direction of Vana Bhante had told for twenty four hours to spin raw cotton into thread that was in turn dyed and woven and finally stitched to make the trivara which was ceremoniously offered to the Bhikku Sangha. This practice introduced by Vana Bhante in CHTs is still in vogue at Rajbana Vihar and in its branches situated throughout the whole of Bangladesh. In this way Vana Bhante's reputation wisdom and valuable discourses spread widely.

Buddhism is in reality a royal religion and therefore, Chakma Raja Devasish Roy felt the necessity of having connecting link with affairs of religion of which the light was about to go out in Chittagong Hill Tracts. Then the Chakma Rajmata and other Buddhist intellectuals urged Vana Bhante respectfully to abide permanently at Rangamati. When He came to attend the Kotin Civar Dana Ceremony held in 1974 at Raj Vihar. The Chakma Raja donated ten acres of group land to Vana Bhante when agreed to stay permanently at Rangamati which was seen with wisdom-eye to be main center of the CHT. Furthermore, it was seen that it was more developed with various facilities than any other places of CHTs where religious programme could be easily undertaken and performed successfully. Since then Vana Bhante has been continuously and tirelessly preaching and offering religious

knowledge as well as courage for three decades without hesitation to show the deluded the right path of full-emancipation. Because He didn't appear on earth only to fulfill His desires for self-emancipation and betterment but also to lead delusion-stricken people along the right path of full emancipation by citing the example of His own emancipation as well as by explaining the Four Noble truth and the Cycle of Rebirth in a lucid, simple and comprehensible language. He always says that there is no other way but the Eight fold path for attaining full emancipation which He could have already attained.

In 1994 at the Kothin Civara Dana Ceremony Vana Bhante began His speech at the public gathering with the sentence " I do have no rebirth and death" that astonished all the dayakas who were present there.

That the sun of Wisdom had risen in the sky of CHT which is known to the world is obvious from the daily visitation by the foreign tourists and religionists to the Raj Vana Vihar which was previously as silent deep forest. But the Vana Bihar, at present has turned from a cluster of bamboo-and- thatch-coltage into a maze of pagodas, areaes and wonderful monumental inscriptions.

"May all being be happy".

"Live long Buddhism".

"Let Buddhism be victorious."

"Let Vana Bhante be victorious"



বনভন্তের সাধনা কুঠির